গীবত

[ভয়াবহতা ও তা থেকে বাঁচার উপায়]

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখ্নাভী রহ.
ইমাম গায্যালী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম

কলরব প্রকাশন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গীবত কী?	০৭
মৃত ব্যক্তির দোষণীয় দিক আলোচনা	০৯
পোশাকের গীবত	১৬
বংশের নামোল্লেখ করে গীবত করা	১৭
বদ-অভ্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় গীবত	১৯
পাপাচার সম্পর্কিত আলোচনায় গীবত	২২
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গীবতের স্বরূপ	২৪
গীবত শোনা ও বাধা প্রদান করা	২৫
দৈহিক কাঠামোর গীবত	২৯
ইবাদত সংক্রান্ত আলোচনীয় অন্যের গীবত	৩০
কোন ব্যক্তির গুনাহ উল্লেখে গীবত	৩১
সরাসরি বা অভিনব উপায়ে গীবত	৩৩
মুখের গীবত	৩৪
কানের গীবত	৩৪
অন্তরের গীবত	৩৫
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত	৩৫
গীবত করার বৈধ অবস্থা	৩৬
নাযায়েয গীবতের সংজ্ঞা	৩৬
গীবত ও চোগলখোরির পার্থক্য	৪৫
ইবাদতের চেয়ে উত্তম গীবত পরিহার	৪৭
গীবতের পরিণতি	৪৭
গীবত পরিত্যাগের সুফল	৪৯
গীবতের কাফ্ফারা	৫৪
গীবতের তাৎপর্য	৫৬
শরীয়ত প্রণেতা প্রদত্ত গীবতের দৃষ্টিকোণ	৫৭
গীবতের শরীয়তসম্মত প্রসঙ্গ	৫৮
গীবতের অনিষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি	৫৯
গীবত চর্চার কারণসমূহ	৬২
চিন্তা-ভাবনায় গীবত করাও দোষণীয়	৬৮
গীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়	৭০
চোগলখোরী ও গীবতের মধ্যে পার্থক্য	৭১
গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়	৭৪
অনর্থক বাক্যালাপে ক্ষয়-ক্ষতি	৮০
অনর্থক বাক্যালাপের অপকারিতা	৮০
অনর্থক কথার আকৃতি প্রকৃতি	৮১
জবানের আপদ বিশটি	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম আপদ : মিথ্যাবাদিতা ৮২
হাসি-ঠাট্টার মধ্যে মিথ্যা ৮২
ক্ষেত্রবিশেষ মিথ্যার বৈধতা ৮৩
সম্পদ বা সম্মান লাভে মিথ্যা বলা হারাম ৮৪
প্রয়োজন মুহূর্তে মিথ্যাচার ৮৪
কৌতুকে তাওরিয়ার ব্যবহার ৮৫
অপরিপক্ক আলেমদের গীবত ৮৭
যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ ৮৮
গীবত থেকে বিরত থাকার উপায় ৮৯
তৃতীয় আপদ : ঝগড়া-বিবাদ ৯০
হাসি-ঠাট্টায় গীবত ৯১
পঞ্চম আপদ : অযথা কারো প্রশংসা ৯১
প্রশংসিত ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হয় ৯২
প্রশংসিত ব্যক্তির দায়িত্ব কর্তব্য ৯৪
ক্রোধের অনিষ্টকর দিক ৯৪
ক্রোধ দমনের পন্থা ৯৭
ক্রোধকে অনুগত করার পন্থা ৯৮
হিংসা-বিদ্বেষ ৯৮
হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম-পরিণতি ৯৯
দীনী ক্ষয়ক্ষতি ৯৯
দুনিয়ার ক্ষয়ক্ষতি ১০১
হিংসার চিকিৎসা ১০২
স্বভাবগত দ্বন্দ্বের সমাধান ১০২
খ্যাতি ও মর্যাদা প্রীতি ১০৩
মর্যাদাপ্রীতি ও ধনলিপ্সার প্রভেদ ১০৪
ধনলিপ্সার অপেক্ষা মর্যাদাপ্রীতি ১০৪
মর্যাদা প্রীতির আরেক কারণ ১০৫
এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায় ১০৬
প্রয়োজন পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা লাভ ১০৮
প্রশংসা কামনায় স্বভাবজাত কারণ ১০৮
প্রশংসা, যশ-খ্যাতি কামনার চিকিৎসা ১০৯
তাকাব্বুরী ১০৯
অহংকারের অপকারিতা ১১০
অহংকারের অপকারিতা ১১১
কোন ইবাদত বা পাপকে তুচ্ছ মনে না করা ১১৯
অহংকারের চিকিৎসা ১১৯
মানুষ অহংকারের বিষয়সমূহ ১২০
আত্মম্ভরিতা ১১৯
অহংকার, গর্ব ও আত্মম্ভরিতার মধ্যে পার্থক্য ১১৯
গর্বের নিদর্শন ১২০
আত্মগর্বের প্রাথমিক চিকিৎসা ১২০
রিয়া ১২৪

গীবত কী?

গীবত হলো একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা, কুৎসা, অন্যের দোষক্রটির কথা প্রকাশ করা। শরীয়তের পরিভাষায় গীবতের অর্থ হলো মুখে, কলমে, ইশারা বা ইংগিতে কিংবা অন্য যেকোন উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা যা শুনলে ঐ ব্যক্তি মনে-প্রাণে দু:খ অনুভব করবে। এক্ষেত্রে ঐ আলোচিত ব্যক্তি মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক।

সমাজে এক শ্রেণির মানুষের পরিচয় হচ্ছে এরা চোখলখোর এরা অহেতুক একের কথা অত্যন্ত রসালোভাবে অপরের কাছে মনোমালিন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে ঘোরতর একটা পরিস্থিতির তৈরি করে এবং এতে উভয় ব্যক্তিই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চোখলখোররা এতে আনন্দও অনুভব করে।

এমন কোন দোষের কথা যদি আলোচনা করা হয়, যা ঐ ব্যক্তির মধ্যে নেই তাহলে সেটা গীবত হিসেবে গণ্য হবে না– হবে তোহমত বা অপবাদ, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা গীবত চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, এখানে গীবতের সাথে সাথে মিথ্যা যোগ হচ্ছে।

তাই এক্ষেত্রে উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

একবার কোন প্রয়োজনে এক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রয়োজন শেষে যখন ঐ মহিলা বিদায় নিলেন সেই সময় হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু সরল মনে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মহিলাটি বেঁটে আকৃতির নয় কি? হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর এ কথায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বললেন : হে আয়েশা! তুমি কেন অনর্থক এ মহিলার

বিষয়ে গীবত করলে? হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু তখন অবাক হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অসত্য কোন বিষয় এ মহিলার বলিনি।

তখন আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আয়েশা! এটা তুমি মিথ্যা কিছু বলনি ঠিকই। কিন্তু তুমি ঐ মহিলার অগোচরে তার শাররিক খুঁত সম্পর্কে সমালোচনা করছ। আর এরই নাম হলো গীবত।

এ সম্পর্কে আবু লায়েস সমরখন্দী (র) এ হাদীসটি বাবুল গীবতে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

কোন একদিন আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি গীবতের অর্থ সম্পর্কে অবগত আছ? সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন : এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক পরিমাণে অবগত আছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিজের ভাইয়ের এমন কোন দোষক্রটি আলোচনা করার নাম গীবত যা শুনলে সে ব্যক্তি মনে মনে দু:খিত হতে পারে। তখন সাহাবায়ে কিরামগণ আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে ভাইয়ের মধ্যে আলোচিত দোষটি সত্যিই বিদ্যমান থাকে।

তখন তিনি বললেন : তুমি যদি এমন কোন দোষের কথা তার সম্পর্কে বল, যা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই তাহলে সেটা গীবত হিসেবে গণ্য হবে না– তোহমত বা অপবাদে ধার্য হবে। (মাআলিমুত্তানযীল)

এ আলোচ্য হাদীসে 'ভাই' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য এটাই, সাধারণত মানুষ আপন ভাইয়ের দোষক্রটি কারো কাছেই প্রকাশ করে না। বরং যথা সম্ভব তা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। অনুরূপ অন্য কোন মানুষেরও গীবত ও দোষক্রটি চর্চা করা উচিত নয়।

কেননা ইসলাম হিসেবে আমরা সকলেই ভাই ভাই। আবার মানুষ হিসেবেও দুনিয়ার প্রতিটি আদম সন্তান একে অপরের ভাই। আবার মানুষ হিসেবেও দুনিয়ার প্রতিটি আদম সন্তানই একে অপরের ভাই।

কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণের উদ্দেশ্য করে বললেন : মানুষের অগোচরে কোন দোষত্রুটি আলোচনা-সমালোচনা করার নামই হচ্ছে গীবত।

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের তো চিন্তা ছিল, অমুলক কোন দোষের কথা আলোচনা করার নামই গীবত।

তখন তিনি বললেন : না। বরং এটাও গীবতের চেয়ে আরো বেশি জঘন্য। যা হলো তোহমত বা অপবাদ। (দুর্‌রে মানসুর)

আমাদের অনেকের মধ্যেই গীবত সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়ে রয়েছে। এতে মনে করা হয়, গীবতের অর্থ হচ্ছে, মানুষের গোপনীয় কোন দোষত্রুটি প্রকাশ করা। যে দোষত্রুটির কথা আগে থেকেই সকলেই জানে তা গীবতের পর্যায়ে পড়ে না।

যদি কাউকে বলা হয় : ভাই! তুমি অমুকের গীবত কেন করছ? তখন সাথে সাথেই সে ব্যক্তি উত্তর দিবে : সে ব্যক্তি হয়ত বলবে আমি এক্ষেত্রে নতুন কিছুই বলিনি। এতো সকলেই জানে। এমন কিছু তো নয় যে আমি বলার কারণেই শুধু মানুষ জানতে পেরেছে। অতএব, এটা গীবত হবে কেন?

আর এখানে এটাই হচ্ছে ভুল ধারণা। অতএব, জেনে রাখা প্রয়োজন, গোপনীয় কিংবা প্রকাশ্য যে কোন দোষের কথা আলোচনাই গীবত রূপে গণ্য হয়। অবশ্য কারো কোন গোপনীয় দোষের কথা প্রকাশ করে দেয়া আরো জঘন্যতম অপরাধ।

কেননা গীবতের সাথে এখানে আল্লাহ্ তাআলার লুকিয়ে রাখা দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয়ার অপরাধও এসে সংযোগ হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির দোষণীয় দিক আলোচনা

যেমন জীবিতদের গীবত করা হারাম তেমনি কোন মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা, তার দোষত্রুটি তালাশ করে দোষত্রুটি প্রকাশ করাও হারাম।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে এ গীবত সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে তার অবস্থার ওপরই ছেড়ে দেবে। কোন অবস্থাতেই নিজেকে তার গীবত ও দোষত্রুটি চর্চায় লিপ্ত করবে না।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে : তোমরা মৃত ব্যক্তির গালমন্দ করবেনা। কেননা, এখন মৃতরা নিজেদের কর্মফল ভোগ করছে। (তারগীব ওয়াত্তারহীব)

আরো বলা হয়েছে : মৃত ব্যক্তিদের গুণ আলোচনা করবে এবং দোষণীয় দিকগুলো পরিহার করতে সচেষ্ট থাকবে। (আবু দাউদ)

একথা মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিতেও বলে, মৃত ব্যক্তির গীবত ও দোষত্রুটি চর্চা এক গর্হিত অপরাধ। কেননা মৃত ব্যক্তিগণ এখন এত নি:সঙ্গ, এত অসহায়, কারো গীবত করার কিংবা গীবতের পাল্টা উত্তর দেওয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। অতএব, এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য করা উচিত মৃত ব্যক্তিদের দোষত্রুটি চর্চা পরিহার করা।

হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি অবসর পেলেই কোন কবরের নিকট গিয়ে বসে বলতেন : মৃত ব্যক্তিগণ আমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর তারা আমার গীবত বা দোষত্রুটি চর্চায় লিপ্ত হয় না। (এহ্‌হিয়াউল উলুম)

আলী রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : আপনি সময় সময় কবরস্থানে গিয়ে বসে থাকেন। এর কারণ সম্পর্কে আমাদেরকে কি কিছু বললেন?

উত্তরে তিনি বললেন : আমি আন্তরিকভাবেই কবরের অধিবাসীগণকে ভালবাসি। কেননা, তারা আমাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর আমার দোষত্রুটি আলোচনা করে না। (এহ্‌হিয়াউল উলুম)

গীবত স্বভাবতই মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মনে কষ্টের কারণ বলে হয়।